কলিকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিটের এখতিয়ার

আপিলের পক্ষে

উপস্থিত:

মাননীয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী

এবং

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়

২০২২ এর এমএটি ৭৫২

সাথে

২০১১ সালের ডবলুপিএ ৪৬৪৬

রবি পদ মুর্মু

বনাম

কানারা ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক অফিস এবং অন্যান্য

আপিলকারীর জন্য	:	শ্রী সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
কানারা ব্যাঙ্কের জন্য	:	শ্রী অঞ্জন কুমার পল
শুনানি শেষ হয়	:	১৬ই নভেম্বর, ২০২৩
রায় দেওয়া হয়	**:**	**২১শে ডিসেম্বর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি, তপোব্রত চক্রবর্তী,</u>

১. বর্তমান আপিলটি ২০১১ সালের ডবলুপিএ ৪৬৪৬ হওয়ায় রিট পিটিশনে পাস করা ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখের একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশনটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করে খারিজ করা হয়েছে যে 'তদন্ত কর্মকর্তা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করে তদন্ত পরিচালনা করেছেন কিনা তা জানার জন্য আদালত রেকর্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করে তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্তের কার্যবিবরণী জানতে অক্ষম।'

২. রেকর্ডগুলি প্রকাশ করে যে আপিলের ক্ষেত্রে দায়ের করা স্থগিতাদেশের আবেদনটি এই আদালতের একটি কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ নিষ্পত্তি করেছিল যাতে আপীলকারীকে রিট পিটিশনের সমস্ত সংযুক্তি এবং এর মধ্যে বিনিময় করা হলফনামা সহ কাগজের বই ফাইল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দলগুলো এ আদেশের প্রেক্ষিতে অভিযোগপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে।

৩. অপ্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণের সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি হল যে আপীলকারী যখন সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করছিলেন (পরে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), রানীগঞ্জ শাখা, তাকে ১২ জুন, ২০০৭ তারিখে একটি চার্জশিট জারি করা হয়েছিল। আপীলকারী উত্তর দেন ২০শে জুলাই, ২০০৭-এ একই। তারপরে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ (এখন থেকে আইএ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করে যেখানে আপীলকারী অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেননি। তদনুসারে, আইএ তার ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখের আদেশে পর্যবেক্ষণ করেছে যে একটি নিয়মিত কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে। তারপরে ২১শে জানুয়ারী, ২০০৮-এ একটি নিয়মিত তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৮ই এপ্রিল, ২০০৮-এ সমাপ্ত হয় এবং ১৯ই মে, ২০০৮-এ একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয় যার আপিলকারী ২৮শে জুলাই, ২০০৮-এ জবাব দেন। সেখানে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ১৯ই আগস্ট, ২০০৮-এ শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ (এর পরে ডিএ হিসাবে উল্লেখ করা হয়)। এরপরে আপীলকারী ১৭ ই অক্টোবর ২০০৮-এ একটি বিধিবদ্ধ আপিল পছন্দ করেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৮-এ আপীল কর্তৃপক্ষ (এর পরে এএ হিসাবে উল্লেখ করা হয়) একটি চূড়ান্ত আদেশ পাস করেন। তারপরে, উত্তরদাতা নং ২ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালার বিধি ১৯(ক) এর অধীনে আপীলকারীকে ২রা জুলাই, ২০০৯ তারিখে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে যে কেন বিধি ১৯(ক) অনুসারে ব্যবস্থাপনা অবদান ভবিষ্য তহবিল বাজেয়াপ্ত করা উচিত নয়।

আপীলকারী ২৪শে জুলাই, ২০০৯ তারিখে উল্লিখিত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেন কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হয়নি। এরপর আপীলকারী ৮ই অক্টোবর, ২০১০ তারিখে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা এবং তার চাকরি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রার্থনার সাথে একটি প্রতিনিধিত্ব দায়ের করেন। সেখানে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায়, আপীলকারীকে রিট পিটিশন পছন্দ করতে বাধ্য করা হয়েছিল যা ১৮ ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখের

একটি আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছিল। এর মধ্যে, উক্ত ব্যাঙ্কটি কানারা ব্যাঙ্কের সাথে একীভূত হয়েছিল এবং আপীলকারীর চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হয়েছিল ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮।

৪. শ্রী বিশ্বাস, আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে আপীলকারীর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ গঠন করা হয়নি। সমস্ত অভিযুক্ত অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট অভিযোগে নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই চার্জশিটে একত্রিত করা হয়েছিল এবং সেইজন্য আপিলকারীর পক্ষে সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া এবং যথাযথভাবে কার্যধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব ছিল। কোনো আদেশ বা পরিকল্পনা ছাড়াই একত্রে মিশে যাওয়া অভিযোগপত্রটি অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে।

৫. তিনি দাবি করেন যে একটি কর্তৃপক্ষ একটি ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে উদ্ভুত নয় এমন কোনও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করতে পারে না এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর তার সিদ্ধান্তকে সীমাবদ্ধ করতে হবে। আইএ এবং ডিএ এর ফলাফল কোন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়। অভিযুক্ত চার্জশিটটি প্রকাশ করবে যে ২২শে ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেট ব্যাংকের এজিএম-এর উপস্থিতিতে পরিচালিত একটি ঋণ মেলায় উল্লিখিত ডেইরি ঋণগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল, ২০০৬ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে, উল্লিখিত ডেইরি ঋণের বিতরণকে আপীলকারীর পক্ষ থেকে একটি অসদাচরণ বলে বোঝানো উচিত নয়।

৬. ২০শে অক্টোবর, ২০০৫, ৭ই মার্চ, ২০০৬ এবং ১৮ই মার্চ, ২০০৬ স্মারকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শ্রী বিশ্বাস দাখিল করেন যে এর বিষয়বস্তুগুলি এই অপ্রীতিকর অভিযোগ স্থাপন করে না যে তিনি ঋণ সুবিধা ১০১.৮৬ টাকা জন্য মঞ্জুর করেছেন আঞ্চলিক অফিস কলকাতার দ্বারা আপনার অনুমোদনের ক্ষমতা প্রত্যাহার করার পরেও। চার্জশিটে উল্লিখিত সমস্ত ঋণ জুলাই, ২০০৫ থেকে ৩রা মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল এবং এটি শুধুমাত্র তার পরে, ১৮ ই মার্চ, ২০০৬ তারিখে আপিলকারীর কাছ থেকে ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ডিএ সেইসাথে এএ উল্লিখিত সমস্যাটির উপর আলোকপাত করেছে, যেমনটি তদন্তের প্রক্রিয়া চলাকালীন আপিলকারীর দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছিল এবং উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ কোন ফলাফল ফেরত দেয়নি।

৭. শ্রী বিশ্বাসের মতে, ব্যাঙ্কের কথিত আর্থিক ক্ষতির কোনও পরিমাপ ছিল না এবং কোনও অসদাচরণ, জালিয়াতি, চরম অবহেলা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য আচরণের কারণে এই ধরনের

আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল এমন কোনও নির্দিষ্ট অনুমানও নেই এবং সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক অফিসার এমপ্লয়িজ (কন্ডাক্ট) রেগুলেশন, ১৯৭৬ এর রেগুলেশন ২৪ এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ৩ (১) এর উপাদানগুলি আকৃষ্ট হয় না। এর পরিপ্রেক্ষিতে, পুরো কার্যধারাটি বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা আলাদা করা উচিত ছিল। বর্তমান আপীলে যে আদেশটি খারিজ করা হয়েছে তা প্রকাশ করে না যে আপীলকারীর দ্বারা নির্দেশিত দুর্বলতাগুলি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল৷

৮. তিনি দাবি করেছেন যে বিজ্ঞ বিচারক প্রাথমিকভাবে রিট পিটিশনটি খারিজ করার ক্ষেত্রে আইনের ভুল করেছেন যে যেহেতু আপিলকারী তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্তের কার্যবিবরণী সংযুক্ত করেননি, আদালত তার সত্যতা পরীক্ষা করতে অক্ষম ছিল। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিমালা লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য। ব্যাঙ্ক ছিল রেকর্ডের কাস্টোডিয়ান এবং লিজের কার্যকরী এবং সম্পূর্ণ বিচারের জন্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডগুলি তৈরি করার জন্য ব্যাঙ্ককে এই ধরনের নির্দেশ জারি করা যেতে পারে।

৯. ২রা জুলাই, ২০০৯ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি দাখিল করেন যে উল্লিখিত নোটিশের প্রথম অনুচ্ছেদে দেখা গেছে যে আপীলকারী 'ব্যাংকের বিশাল তহবিল পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন ক্ষতির ঝুঁকি থেকে ১০২.০০ লক্ষ টাকা' যেখানে একটি উপসংহার টানা হয়েছিল যে 'ব্যাঙ্কের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১০২.০০ লাখ টাকা।' হলফনামার ২৭ অনুচ্ছেদে-বিপক্ষে ব্যাঙ্কের অবস্থান ছিল যে 'অবলুপ্ত এবং অনাকাঙ্খিত পরিমাণ স্পষ্ট ক্ষতি, যতক্ষণ না ব্যাঙ্ক তার অর্থ ফেরত না পায়'। আপীলকারীর উপর কোন দোষ আরোপ করার জন্য এই ধরনের অবস্থান প্রসারিত করা যাবে না যে তিনি ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি করেছেন। অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হতে বাধা দেওয়ার জন্য আপিলকারীর প্রচেষ্টাকে আপিলকারীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ বলে বোঝানো যায় না।

১০. শ্রী বিশ্বাস আরও যুক্তি দেন যে প্রাথমিক চার্জ হিসাবে ব্যাঙ্কের ১০১.৮৬ লাখ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি আরোপ করা জঘন্যভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যুক্তির সমর্থনে অপ্রতিবেদিত রায়ের উপর উন্নত নির্ভরতা রাখা হয়েছে

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম টি জে পল এবং অন্যান্য মামলায় দেওয়া রায়, যথা *কালার - কেম লিমিটেড বনাম এএল আলাসপুরকর* এবং অন্যান্য , রিপোর্ট হয়েছে ১৯৯৮ (৩) এসসিসি ১৯২ এবং *দীপঙ্কর সেনগুতা এবং এরেকজন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য,* রিপোর্ট হয়েছে ১৯৯৮ (৭৯) এফএলআর ১৮৭।

১১. শ্রী পল, বিজ্ঞ আইনজীবী উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে আপিলকারীর বিরোধ অস্বীকার করেন এবং বিরোধ করেন এবং জমা দেন যে চার্জশিট, তদন্ত প্রতিবেদন, ডিএ-এর আদেশ এবং এএ-এর আদেশে কোনও নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ নেই। রিট পিটিশন। রিট পিটিশনের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আপীলকারী শুধুমাত্র সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য দাখিল করা প্রতিনিধিত্বের বিবেচনার জন্য আবেদন করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আদালত যথাযথভাবে রিট আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে যখন প্রাসঙ্গিক রেকর্ড এমনকি রেকর্ডে আনা হয়নি।

১২. তিনি যুক্তি দেন যে এটি এমন একটি মামলা নয় যে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আইএ-এর রিপোর্টের পাশাপাশি ডিএ এবং এএ-এর আদেশে সুনির্দিষ্ট ফলাফলের মাধ্যমে আপীলকারীর অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাও এমন নয় যে আপিলকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাকে সমস্ত নথি সরবরাহ করা হয়েছিল যার উপর প্রেজেন্টিং অফিসার নির্ভর করেছিলেন (এর পরে পিও হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাকে ডিফেন্স অ্যাসিস্ট্যান্টের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের ক্রস-পরীক্ষা করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং উল্লিখিত বিবেচনায় প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

১৩. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আদালত প্রমাণের পুনরায় মূল্যায়ন করতে পারে না এবং ইতিমধ্যে রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্যের উপর কোনো ভিন্ন বা স্বাধীন অনুসন্ধানে আসতে পারে না।

১৪. শ্রী পল আরও দাখিল করেছেন যে ২০শে অক্টোবর, ২০০৫ তারিখের মেমোর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আপীলকারীকে আরও ঋণ মঞ্জুর/মুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৭ই মার্চ, ২০০৬ তারিখের পরবর্তী মেমোতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য আপীলকারীর অনুমোদনের ক্ষমতা অবিলম্বে স্থগিত থাকবে। এর পরে,

১৮ ই মার্চ, ২০০৬ তারিখের একটি মেমো দ্বারা, আপীলকারীর ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। উল্লিখিত স্মারকগুলির একটি সমন্বিত পর্যালোচনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে চার্জশিটে উল্লেখিত দুগ্ধ ঋণ এবং এসডিওএইচ / জুয়েলারি ঋণগুলি আপীলকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট নির্দেশ অমান্য করে বিতরণ করেছিলেন এবং এই ধরনের কাজ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত প্রবিধানের অধীনে একটি অসদাচরণ গঠন করে।

১৫. তিনি আরও যুক্তি দেন যে ২০শে জুলাই, ২০০৭ তারিখের চার্জশিটের জবাবে আপিলকারী নিজেই স্বীকার করেছেন যে 'অজ্ঞতার কারণে কিছু ত্রুটি এবং বাদ পড়তে পারে যা দয়া করে ক্ষমা করা যেতে পারে, যার জন্য আমি আপনার দয়ার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব। ' এটি এমন একটি ঘটনা নয় যে কর্তৃপক্ষ দ্বেষপূর্ণ বা স্বেচ্ছাচারী বা অযৌক্তিকভাবে কাজ করেছে এবং আপিলের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি উপলভ্য নয়।

১৬. জরিমানা আরোপিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই প্রভাবে শ্রী বিশ্বাসের বিতর্কের জবাবে, শ্রী পল দাখিল করেন যে আপীলকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং আপীলকারীর এই ধরনের কার্যকলাপ একজন ঊর্ধ্বতন ব্যাঙ্ক অফিসারের পক্ষে সবচেয়ে অপ্রীতিকর। একজন ব্যাংক অফিসারকে অত্যন্ত উচ্চমানের সততা ও সততা প্রয়োগ করতে হয়। এমন কি অবহেলার সাথে গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা মামলাটিকে গুরুতর অসদাচরণের মধ্যে আনার জন্য যথেষ্ট এবং আপীলকারীর উপর আরোপিত শাস্তিটি হতবাকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়৷ আর্গুমেন্টের সমর্থনে *স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম রাম লাল ভাস্কর এবং এরেকজন* এবং *পুলিশ মহাপরিচালক, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বনাম রাজেন্দ্র কুমার দুবে* মামলায় প্রদত্ত অপ্রতিবেদিত রায়ের উপর উন্নত নির্ভরতা রাখা হয়েছে।

১৭. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন।

১৮. আমাদের মতে রিট আদালতের সার্টিওরারি রিট জারি করার ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে রেকর্ড আহ্বান করার এবং আপিলকারীর অংশে ব্যর্থতার জন্য এটি খারিজ করার

পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছিল। তদন্ত কার্যক্রম রেকর্ডে আনুন। এই আদালত এই প্রস্তাব সম্পর্কে সচেতন যে সাধারণ কোর্সে বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। যাইহোক, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে যেহেতু

আপীলকারী ইতিমধ্যেই ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮-এ অবসর নিয়েছেন, তাকে আর কোনো দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়ার যন্ত্রণার শিকার হতে হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিষয়টি শুনেছি

১৯. যদি একজন ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে এবং নিশ্চিতভাবে বলা না হয় যে অভিযোগগুলি কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে সে সম্ভবত তার নিজের কল্পনার মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষের ধারণার মধ্যে থাকা সমস্ত ঘটনা এবং পরিস্থিতি আবিষ্কার করতে পারে না তার বিরুদ্ধে । একটি চার্জশিট স্পষ্টভাবে প্রতিটি এবং প্রতিটি পৃথক চার্জ এবং উল্লেখ করা উচিত প্রতিটি অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত অভিযোগের বিবৃতি এবং এই জাতীয় প্রয়োজনীয়তা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মগুলির একটি মৌলিক অনুমান পূরণ করতে চায় যে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুনানির একটি ন্যায্য, পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া উচিত যা তিনি না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব হবে না। তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

২০. বর্তমান মামলায় অভিযোগপত্রে সমস্ত অভিযুক্ত অভিযোগ একত্রিত করা হয়েছে। যাইহোক, ব্যাঙ্ক কর্তৃক দাখিল করা হলফনামা-বিরোধিতার অনুচ্ছেদ ১২ (খ) এ, (i) থেকে (v) চার্জগুলিকে হিসাবে সংখ্যা করা হয়েছে এবং এর নির্যাস নিম্নরূপ:

(i) মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে যোগসাজশে অ-বিদ্যমান ইউনিটগুলিতে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা;

(ii) নথিভুক্ত মিথ্যা অনুমোদন পরবর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে রাখা;

(iii) নিজের অজান্তেই এক পক্ষের নামে ১.১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে সেই টাকা নিজের জন্য অপব্যবহার করে

(iv) নিজের অ্যাকাউন্ট সহ এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে একাধিক অননুমোদিত সমন্বয় করেছেন;

(v) আঞ্চলিক কার্যালয়, কলকাতার অনুমোদনের ক্ষমতা প্রত্যাহার করার পরেও 101.86 টাকার মতো ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করেছে।

২১. যতদূর চার্জ (i) এবং (ii) সম্পর্কিত, এটা প্রতীয়মান হয় যে ডিএ 'মিডলম্যান' বা অ-বিদ্যমান ইউনিটগুলির নাম প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বলাই ঘোষ একজন বিদ্যমান ঋণগ্রহীতা ছিলেন যিনি পূর্বে ২,০০,০০০/- টাকার ঋণ পেয়েছিলেন। উল্লিখিত ঋণ বন্ধ এবং তারপর

তাকে ৩,০০,০০০/- টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটটি অনেকটাই বিদ্যমান ছিল এবং এটি প্রমাণ করার জন্য কোন প্রমাণ টেন্ডার করা হয়নি যে আপীলকারী বিক্রয় আয় থেকে সরিয়ে ছিল। চার্জশিটে নাম থাকা পুতুল ঘোষও একজন বর্তমান ঋণগ্রহীতা ছিলেন এবং তার ইউনিটও বিদ্যমান ছিল।

২২. যতদূর চার্জ (iii) ঋণগ্রহীতা আসফারুল সেক সম্পর্কিত ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫ তারিখে যথাযথভাবে ১,১০,০০০/- টাকা ঋণের জন্য একটি আবেদন করেছিলেন এবং উল্লিখিত আবেদনে তিনি ইতিমধ্যেই তার বিরি পাতা এবং তামাক ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত ঋণের ক্ষেত্রে স্টকটি সরাসরি জামানত হিসাবে অনুমান করা হয়েছে এবং ২০,০০০/- টাকার স্থায়ী আমানত ভিসিসি অ্যাকাউন্ট নং ৩৮৩৭ হওয়ায় একটি জামানত জামানত ছিল এবং উক্ত আবেদনপত্রে আসফারুল উল্লিখিত ঋণের গ্যারান্টারের নাম শ্রী হাবল চন্দ্র দাস উল্লেখ করেছেন। আবেদনপত্রের যথাযথ তদন্ত ও যাচাই-বাছাই শেষে আপীলকারী উক্ত ঋণের পরিমাণ ১,১০,০০০/- টাকা মঞ্জুর করেন এবং ডিপিএম ভাউচারটি ডিপিএন ওজি০২৮এ৪বি হওয়ার ভিডিতে আসফারুল ব্যাঙ্ককে তার এস.বি. অ্যাকাউন্ট নং ৪৪২৯-এ সম্পূর্ণ ঋণের পরিমাণ স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং এই পরিমাণ টাকা উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। এরপর আসফারুল ১,১০,০০০/- টাকা ঋণের পরিমাণ উত্তোলন তার এস.বি. অ্যাকাউন্ট নং ৪৪২৯ থেকে উত্তোলন স্লিপ নং ২৭৭৮০০ ব্যবহার করে এবং সিন্ডিকেট ব্যাংক, ভবানীবাটি শাখার ক্যাশ কাউন্টারে নিজেকে উপস্থিত করে নগদ সংগ্রহ করেন। উল্লিখিত পরিসংখ্যানে, এটি অভিযোগ করা যেতে পারে না যে আপিলকারী নিজের জন্য অর্থের ভুল ব্যবহার করেছেন।

২৩. যতদূর চার্জ (iv) সম্পর্কিত, আপীলকারী টেলিফোনিক সম্মতির ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু পরিমাণ ডেবিট করেছেন এবং তারপরে উল্লিখিত অর্থের জন্য ODC অ্যাকাউন্টের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে কিছু অ্যাকাউন্টকে এনপিএ হওয়া থেকে রোধ করার স্বার্থে এবং ভুল-ব্যবহার করার কোনো অভিপ্রায়ে নয়।

২৪. চার্জ (v) হিসাবে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৭ই মার্চ, ২০০৬ তারিখের চিঠিতে বলা হয়েছিল যে 'দয়া করে মনে রাখবেন যে বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে দেখেছে এবং আমাদের আপনাকে জানানোর পরামর্শ দিয়েছে যে আপনার অনুমোদনের ক্ষমতা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঋণ প্রদান অবিলম্বে স্থগিত থাকবে। অতএব, আপীলকারীর অনুমোদনের ক্ষমতা ৭ই মার্চ, ২০০৬ থেকে স্থগিত করা হয়েছিল এবং তারপরে আপীলকারী কোন ঋণগ্রহীতার অনুকূলে

একটি ঋণও প্রসারিত করেননি। ২০শে অক্টোবর, ২০০৫ তারিখের চিঠিতে শুধুমাত্র একটি নির্দেশনা ছিল এবং যেমন উপরে উল্লেখিত চার্জ সমর্থনযোগ্য নয়, অধিকন্তু যখন আপীলকারীর গৃহীত পদক্ষেপগুলি ব্যাঙ্কের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক জারি করা ৪ অক্টোবর, ২০০৫ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে প্রশংসা করা হয়েছে .

২৫. মেগাওয়াট - ১, যথা, শ্রী অনিলেশ রায় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বলেছিলেন যে তিনি একজন শ্রী সহ একটি তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন। অনিরুদ্ধ মিত্র যেখানে এমডবলু-২ অর্থাৎ স্বরূপানন্দ প্রামাণিক তার জেরার সময় বলেছিলেন যে শ্রী অনিলেশ রায় এবং শ্রী অনিরুদ্ধ মিত্র '৩১-০৭-০৬ থেকে ০৪-০৮-০৬' পর্যন্ত শাখা পরিদর্শন করেছিলেন কিন্তু তিনি শ্রী অনিরুদ্ধ মিত্র সহ বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এইভাবে কথিত তদন্তের বিষয়ে একটি স্পষ্ট সন্দেহ রয়েছে এবং তাও এই ধরনের ঋণ বিতরণের আগে বা তার কাছাকাছি। শ্রী ক্রস-পরীক্ষার সময় শ্রী অনিলেশ রায় বলেছিলেন যে আপীলকারীর ঋণ মঞ্জুর করার বিবেচনামূলক কর্তৃত্ব ছিল কিন্তু তিনি এই ধরনের কর্তৃত্ব প্রত্যাহারের পরেও ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন রেকর্ড থেকে স্পষ্ট হবে যে আপীলকারী ৭ই মার্চ, ২০০৬ এর পর কোনো ঋণ মঞ্জুর করেননি। শ্রী অনিলেশ রায়ও স্বীকার করেছিলেন যে ব্লক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক, সমশেরগঞ্জের ডায়েরি ঋণের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ডে ছিল এবং রিপোর্টিং রেজিস্টারে ক্রমিক ঋণগুলিকে সমর্থন করা হয়েছে নং৮ থেকে ১২ এবং ১৪ থেকে ১৬-এর অধীনে, কলকাতার RO দ্বারা নোট করা হয়েছে।

২৬. এমডবলু - ২, যথা, স্বরূপানন্দ প্রামাণিক তার ক্রস-পরীক্ষার সময়, শ্রী মিত্র, ভিজিল্যান্স অফিসারের সাথে তিনি পরিদর্শন করা ঋণ ইউনিটগুলির বর্তমান অবস্থা / পুনরুদ্ধারের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে উত্তর দিয়েছিলেন যে ' এই লোন অ্যাকাউন্টগুলির বেশিরভাগই এনপিএ। আমাদের ক্রমাগত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ অ্যাকাউন্টে কোনও পুনরুদ্ধার / ন্যূনতম পুনরুদ্ধার নেই। তিনি স্বীকার করেছেন যে বৃন্দাবন ঘোষ একজন বর্তমান ঋণগ্রহীতা ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে 'হ্যাঁ, তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি আমাকে হুমকি দিয়ে আমাদের হেফাজত থেকে নথি ছিনিয়ে নিয়ে দীর্ঘ ধাওয়া খেয়ে সেদিন ফিরে আসেন। এই ঘটনার জন্য, শমশেরগঞ্জের বিডিও কর্তৃক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে"। এর পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতারা আপীলকারীর দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এমন কোনো অনুসন্ধানে পৌঁছাতে পারেনি।

২৭. এটা প্রতীয়মান হয় যে ব্যাংকের বিভিন্ন ঋণ প্রকল্পে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অনেক ঋণের পরিমাণ সরাসরি কৃষিঋণ, কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন- পোল্ট্রি, ডেইরি, লাইভ-স্টক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, ছোট ব্যবসা খুচরা ব্যবসা, হোল সেল ট্রেডের জন্য ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছিল। , স্টক সরবরাহ ব্যবসা, পেশাদার এবং স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্প যা ব্লক লাইভ-স্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের পাশাপাশি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সহ সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে যুক্ত ছিল। ঋণ মেলাও ছিল ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬-এ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংগঠিত। রিট পিটিশনের ২৩ এবং ২৪ অনুচ্ছেদে, ২৭ এবং ২৮ অনুচ্ছেদে করা সেই প্রভাবের বিষয়ে মন্তব্য করার সময় এই ধরনের সত্যকে বিশেষভাবে বিতর্কিত করা হয়নি। হলফনামা-বিরোধী।

২৮. রেকর্ডগুলির একটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রমাণিত অভিযোগ, বা তার থেকে অনুমানযোগ্য অভিযোগ কোনটিই আপীলকারীর প্রতি আরোপিত বিভিন্ন কাজ বা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা অসৎ উদ্দেশ্যকে অভিযুক্ত করেনি৷ প্রমাণিত অভিযোগগুলিও প্রকাশ করে না যে তার উপরোক্ত কাজগুলির দ্বারা, আপীলকারী নিজে কোন উপায়ে লাভ করেছিলেন। আপীলকারীর ত্রুটিগুলি তার দুর্বল তত্ত্বাবধান ক্ষমতার প্রতিফলন হতে পারে। যাইহোক, এখানে আবার, এমন কোন অভিযোগ নেই যে, আপীলকারী ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে উপকৃত করেছেন বা অসাধুভাবে নিজের জন্য কোন লাভ করেছেন বা ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশ করেছেন।

২৯. একটি অ্যাকাউন্ট বিভিন্ন কারণে এনপিএ তে পরিণত হতে পারে যেমন অর্থনীতিতে পতন, ইত্যাদি, যা ঋণ অনুমোদন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো অসদাচরণের জন্য দায়ী নাও হতে পারে৷ যাই হোক না কেন, এই অভিযোগটি এমন নয় যে কাল্পনিক ঋণগ্রহীতাদের ক্রেডিট দেওয়া হয়েছিল বা কাল্পনিক সম্পদগুলিকে জামানত হিসাবে নেওয়া হয়েছিল, কোনও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে৷ তাই আমরা মনে করি যে এই অভিযোগটি নিজেরাই সেবার অবসানের শাস্তি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

৩০. ১৯শে আগস্ট, ২০০৮-এ ডিএ দ্বারা গৃহীত আদেশের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল যে আপীলকারী তার অফিসিয়াল পদের অপব্যবহার করেছেন কিন্তু এই ধরনের কোনও অভিযোগ আপিলকারীর বিরুদ্ধে গঠন করা হয়নি।

রেকর্ডে কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও, ডিএ একটি কথিত অনুসন্ধানে পৌঁছেছে যে আপীলকারী নিজেই ঋণের অর্থের ভুল ব্যবহার করেছেন। ১৯ই আগস্ট, ২০০৮ তারিখের আদেশে কোন সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান নেই যে আপীলকারী ব্যাংকের কোন আর্থিক ক্ষতি করেছেন। ক্ষতির ঝুঁকির অস্তিত্বকে প্রকৃত ক্ষতি বা অপব্যবহার বলে সমান করা যায় না।

৩১. এএ তার ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখের আদেশে আপীলে তাগিদ দেওয়া সুনির্দিষ্ট ভিত্তিতে কোনো ফলাফল ফেরত দেয়নি৷ উল্লিখিত আদেশের একটি পর্যবেক্ষণে এটাও প্রকাশ পায় না যে আপীলকারী ব্যাংকের কোন আর্থিক ক্ষতি করেছেন। আরও, এএ তার আদেশে শুধুমাত্র উল্লেখ করেছে যে 'ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতির স্পষ্ট লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ' আপীলকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে এবং শাস্তিতে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে যা দৃশ্যত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

৩২. নথিভুক্ত সম্পূর্ণ উপাদান বিবেচনা করে, আমরা দেখতে পাই যে আপীলকারীর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি, প্রমাণিত বা প্রমাণিত নয়, তাদের অনুপস্থিতির দ্বারা স্পষ্ট:

(i) আপীলকারীর পক্ষ থেকে একটি অসৎ উদ্দেশ্য হয় নিজের জন্য বেআইনী লাভের কারণ হয় আপীলকারীর পক্ষ থেকে একটি অসৎ উদ্দেশ্য হয় নিজের জন্য বেআইনী লাভের কারণ; এবং

(ii) অগ্রগতি করার ক্ষেত্রে এখতিয়ারের অভাব।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, চাকরি থেকে বরখাস্তের দণ্ড আরোপ করা ছিল অযথা কঠোর এবং প্রমাণিত অসদাচরণের সাথে স্থূলভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩৩. বর্তমান মামলায় উত্তরদাতারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে আপিলকারী অসদাচরণ, জালিয়াতি, চরম অবহেলা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য আচরণের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি করেছেন৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে, ভবিষ্য তহবিল বিধিমালার বিধি ১৮ এবং ১৯ (ক) বর্তমান মামলার ঘটনাগুলির জন্য প্রযোজ্য নয় উত্তরদাতারা প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থাপনার অবদান বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন না।

৩৪. এটা সুপরিচিত যে একটি সিদ্ধান্ত যা সিদ্ধান্ত নেয় তার জন্য একটি কর্তৃপক্ষ এবং তা থেকে যৌক্তিকভাবে কী অনুমান করা যায় তা নয়। এমনকি বাস্তবে সামান্য পার্থক্য বা অতিরিক্ত তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অনেক পার্থক্য করতে পারে। রায় হল আইনের ইস্যুটির একটি নজির যা উত্থাপিত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং কোনো বিশেষ মামলার তথ্যে করা পর্যবেক্ষণ নয়। উচ্চারণের প্রাচুর্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গঠিত মতামতের বিভাজন ছেড়ে দেয়। শ্রী পল যে রায়ের উপর নির্ভর করেছেন তাতে আইনের প্রস্তাবনা সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই, তবে, ঘটনাগুলির উপর একই রকম পার্থক্য করা যায়।

৩৫. একজন ব্যাঙ্কের কর্মচারী হওয়ার কারণে, আপীলকারীকে অত্যন্ত সতর্কতা, যত্ন এবং দায়িত্বের সাথে ম্যানেজার হিসাবে তার কার্য সম্পাদন করতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আপিলকারী ২৯ বছর ধরে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন এবং পদোন্নতি পেয়েছেন এবং তার কোনো পূর্বসূরি ছিল না। অনুপাত ওজন করার জন্য পরিমাপ, মাত্রা এবং অসদাচরণের মাত্রা বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং আপীলকারী কর্তৃক গৃহীত পদের প্রকৃতির বিষয়ে, আমরা মনে করি যে আনুপাতিকতার মতবাদটি অনিবার্য।

৩৬. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা দেখতে পাই যে আপীলকারীর চাকরি শেষ করার পরিবর্তে তার পদ কমিয়ে দিলে ন্যায়বিচারের শেষ পরিণতি হবে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি যে আপীলকারীকে শাস্তি দেওয়ার সময় তার চেয়ে কম গ্রেডে নামিয়ে আনার শাস্তি তার উপর আরোপ করা হবে যেহেতু এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে মূল শাস্তিটি আলাদা করা হয়েছে, কেবলমাত্র বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আদেশ অনুসারে একটি নতুন শাস্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত, তারপর সাধারণত এই ধরনের প্রতিস্থাপিত শাস্তি মূল শাস্তির তারিখের সাথে সম্পর্কিত হবে।

৩৭. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই যে আপীলকারীর উপর বরখাস্তের শাস্তিটি মামলার বাস্তবতা এবং পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং উপরে ইতিমধ্যে বিস্তারিত কারণগুলির জন্য, আমরা বরখাস্তের শাস্তি প্রতিস্থাপন করে আপীলকারীকে ৯ই আগস্ট, ২০০৮-এ সাজা দেওয়ার সময় আপীলকারী যে সময় ধারণ করেছিলেন তার চেয়ে কম গ্রেডে হ্রাস করার শাস্তি। আপীলকারী ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে বরখাস্তের বয়স পূর্ণ করেছিলেন,

৩৮. বর্তমান মামলায় উত্তরদাতারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে আপিলকারী অসদাচরণ, জালিয়াতি, চরম অবহেলা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য আচরণের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি

করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ভবিষ্য তহবিল বিধির ১৮ এবং ১৯ (ক) বিধিগুলি বর্তমান মামলার ঘটনাগুলির জন্য প্রযোজ্য নয় এবং উত্তরদাতারা ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থাপনার অবদান বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন না এবং সেই অনুযায়ী ২রা জুলাই, ২০০৯ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে৷ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩৯. যাইহোক, আপীলকারী যে মেয়াদে কাজ করেননি সেই সময়ের জন্য তাকে মজুরি ফেরত দেওয়া আমাদের পক্ষে উপযুক্ত হবে না। কিন্তু, যেহেতু আপীলকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার অবদান থেকে বঞ্চিত ছিলেন, গ্রাচুইটি প্রদান, পেনশন এবং ছুটির নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে কারণ তার পরিষেবাগুলি বন্ধ করা হয়েছিল, তাই, ন্যায়বিচারের শেষ পর্যন্ত পরিবেশন করার জন্য আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে আপীলকারীকে ধারণাগতভাবে পরিষেবার ধারাবাহিকতার সুবিধা প্রদান করা হবে যে সময়ের জন্য তিনি সংস্থায় কাজ করেননি সেই সময়ের জন্য ফেরত-মজুরি পরিশোধের জন্য নয়, বরং অবসরকালীন সুবিধার উদ্দেশ্যে যেমন ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার অবদান, গ্রাচুইটি প্রদান, পেনশন এবং নগদকরণ ছুটির জন্য।

৪০. পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য আপীলকারীকে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার তারিখ থেকে বরখাস্ত হওয়ার তারিখ থেকে তার চাকরির মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার চেয়ে কম গ্রেডে কর্মরত বলে গণ্য করা হবে৷ উপরে উল্লিখিত হিসাবে অবসরকালীন বকেয়া পরিশোধের সম্পূর্ণ অনুশীলন উত্তরদাতারা এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবেন। ২০১১ সালের ডবলুপিএ ৪৬৪৬ হওয়ার কারণে ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখের আদেশটি রিট পিটিশনে পাশ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী, একপাশে রাখা হয়েছে এবং আপিল উপরে নির্দেশিত পরিমাণে অনুমোদিত।

৪১. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলী সহ, আপিল এবং সংযুক্ত আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়৷

৪২. যাইহোক, খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

৪৩. এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর যত দ্রুত সম্ভব পক্ষগুলিকে মঞ্জুর করা হবে।

(বিচারপতি, পার্থ সারথি চ্যাটার্জি) **(বিচারপতি, তপোব্রত চক্রবর্তী)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।